দরসে ক্বোরআন

অধ্যক্ষ হাফেয কাজী আবদুল আলীম রিজভী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿١١﴾ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

তরজমা:

এবং তার সম্পদ তার কাজে আসবেনা। যখন ধ্বংসে পতিত হবে। নিশ্চয় পথ প্রদর্শন করা আমার দায়িত্ব, এবং নিশ্চয় পরকাল ও ইহকাল উভয়টি আমারই মালিকানায়। সুতরাং আমি ঐ আগুন থেকে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি, যা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে; এতে প্রবেশ করবেনা, কিন্তু বড় হতভাগা, যে অস্বীকার করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; এবং তা থেকে অনেক দূরে রাখা হবে যে সর্বাধিক পরহেযগার, যে নিজ সম্পদ প্রদান করে, যাতে পবিত্র হয়, এবং তার উপর কারো (এমন) কোন ইহসান (অনুগ্রহ) নেই, যার প্রতিদান দিতে হবে, শুধু আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করে, যিনি সবচেয়ে মহান; এবং নিশ্চয় অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে। [সূরাহ আল্ লায়ল]

আনুষঙ্গিক আলোচনা

ومايغنى عنه ماله اذاتردّى

আল্লাহর পবিত্র বাণী ومايغنى عنه ماله اذاتردّى- এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন- কাফির ও গাফিলের ধন-সম্পদ মৃত্যুর সময় কাজে আসে না। যেমন- অভিশপ্ত কাফির সর্দার উমাইয়া বিন খালফ যুদ্ধে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছে। তার সম্পদ কিংবা সন্তান তাকে রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু মুসলিম নর-নারীর সম্পদ-সন্তান ইত্যাদি সবই উপকারে আসবে। কেননা, ধন-সম্পদ কাজে না আসা কাফিরদেরই শাস্তি। যেমন- কুরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে - يوم لاتنفع مال ولابنون الاّ من اتى الله بقلب سليم অর্থাৎ মহাপ্রলয় "কেয়ামত" দিবসে সম্পদ কিংবা সন্তান অমুসলিম নর-নারীর কোনরূপ উপকার বয়ে আনবে না। কিন্তু কুফর-শিরক তথা সকল পাপাচার হতে পূত-পবিত্র মুমিন সন্তান কল্যাণ সাধন করবে। (আলহামদু লিল্লাহ্)

লক্ষণীয় যে, আলোচ্য আয়াতে কাফির-মুশরিক ও গাফিলের মৃত্যুকে ধ্বংস বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ মুমিন নর-নারীর মৃত্যুকে ওফাত কিংবা অসাধারণ ও নৈকট্য ধন্য মুমিনগণের মৃত্যুকে বেছাল বা মিলন বলে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা, মুমিন আপন জাগতিক জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে মৃত্যুবরণ করে। যেমন- সৎ, চাকরি জীবী সসম্মানে চাকুরি হতে অব্যাহতি গ্রহণ করে। পেনশন-ভাতাদি গ্রহণ করে। কিন্তু কাফির মুশরিক নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা ছাড়াই এমনিভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যেমন অনুপযুক্ত চাকর দুর্নাম সহকারে চাকুরি চ্যুত হয়ে জেলে প্রেরিত হয়। (সুবহানাল্লাহ্)

انّ علينا للهدى

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের বাণী انّ علينا للهدى এর ব্যাখ্যায় তাফসীর শাস্ত্র বিশারদগণ বলেন- মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ অনুকম্পার দায়িত্ব হচ্ছে শুধু ভালো-মন্দ পথ চিহ্নিত করে দেয়া, কাউকে জোর-জবরদস্তি করে ভালো করা নয়। অন্যথায় ফিরিশতাদের মতো মানুষ ও সওয়াব-প্রতিদানের উপযোগী হতো না। জাগতিক ভালো-মন্দের হিদায়তের জন্য যেমন, চোখ কান, নাক ও জিহ্বা দান করা হয়েছে, যদ্দারা কুসুম ও কাঁটা, মিষ্ট ও তিক্ত, শীতল, উষ্ণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। অনুরূপভাবে সূর্যের

আলো ও ইউনানী চিকিৎসকদের মাধ্যমেও পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। তেমনিভাবে আত্মার জন্য উপকারী-অপকারী জিনিস নির্ণয়ের নিমিত্তে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিমত্তা প্রদত্ত হয়েছে, এবং নবী-রাসূল, আউলিয়া, উলামাগণ প্রেরিত হয়েছেন।

وانّ لنا للاخرة والاولى

উদ্ধৃত মহান বাণীতে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন-দুনিয়া, আখিরাত উভয় জাহান এবং উভয়ের সর্বাঙ্গীন-মঙ্গল সবই একমাত্র আমারই হাতে। সুতরাং দুনিয়া -আখিরাতের সবই আমারই নিকট প্রার্থনা করো। কিন্তু কিছু লোক শুধু দুনিয়া চায়, কেউ চাই শুধু আখিরাত। আবার কিছু লোক এমন রয়েছে- যারা দুনিয়া-আখেরাত উভয় চায়। প্রথমোক্ত লোকেরা হচ্ছে اشقى তথা সর্বাধিক হতভাগা। আর শেষোক্ত তৃতীয় পর্যায়ের লোকেরা হচ্ছে اتقى । অথবা সর্বাধিক খোদাভীরু।

আর দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকেরা হচ্ছে মাঝামাঝি। কেননা, উভয় জাহানকে আবাদ রাখতে হবে। এজন্য 'আশকা-আতকা' পর্যায়ের লোকদের সৃষ্টি করা হয়েছে। স্মর্তব্য যে, হযরাতে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলায়হিমুস সালাম ও আউলিয়ায়ে কামেলীনের নিকট দ্বীন-ঈমান-ইসলাম কিংবা জাগতিক বিষয়াবলী প্রার্থনা করা সম্পূর্ণরূপে শরিয়ত সম্মত। এটা তেমনি, যেমন জাগতিক জীবনে রাষ্ট্রীয় শাসকবর্গের নিকট কিংবা হেকিমদের নিকট বিভিন্ন প্রকারের দান-অনুদান, অর্থ-কড়ি বা ঔষদ প্রার্থনা করা। এটা না কুফর-শিরক, না পাপকর্ম। বরং আল্লাহ্ পাকের হুকুম পালন। যেহেতু আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম। তা স্থায়ী আর দুনিয়া হচ্ছে নস্বর বা ধ্বংসশীল। আখিরাত হল চাওয়া-পাওয়ার মূল বস্তু। দুনিয়া হচ্ছে এর মাধ্যম মাত্র। আখিরাতে কোন অবাধ্য ও পাপাচারী থাকবে না। দুনিয়ায় এমন লোক অসংখ্য রয়েছে। আখিরাতকে অস্বীকারকারী অগণিত আছে আর দুনিয়াকে অস্বীকারকারী কেউ নেই। সে কারণে আখিরাতের উল্লেখ পরে করা হয়েছে।

তাছাড়া দুনিয়া হচ্ছে বাগান লাগানো, ঘর বাড়ি তৈরি, সন্তান লালন এবং জ্ঞানার্জন ইত্যাদির নাম। যা কষ্টের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। আর আখিরাত হচ্ছে ফলাফল উপভোগ করা ও আরাম বিশ্রাম গ্রহণের নাম। এসব কারণে আখিরাতের উল্লেখ প্রথমে আর দুনিয়ায় উল্লেখ পরে করা হচ্ছে।

وسيجنبها الاتقى الذى يؤتى ماله يتزكى

এ সূরার শেষোক্ত আয়াত সমূহ সাইয়্যেদুনা হযরত আবু কবর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখা এ কারণে সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র অন্যতম উপাধি হল আত্বীক আর আতীক্ব মানে আযাদ, মুক্ত ও পবিত্র। হাদীসে নববী শরীফে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন - কেউ যদি এ পৃথিবীতে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত পূত-পবিত্র ব্যক্তিকে দেখতে চায় সে যেন আবূ বকর সিদ্দিকের প্রতি তাকায়। এটা যেন আলোচ্য আয়াতেরই বিশদ ব্যাখ্যা যে, সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জাহান্নামের আগুন হতে দূরে সরিয়ে রাখা হবে।

তা হয়তো এভাবে যে, দুনিয়াই না কোন গুনাহর কাজ সম্পন্ন হয়েছে তাঁর দ্বারা, না হবে। কবরে-হাশরে ও তিনি জাহান্নাম হতে এতো অধিক দূরত্বে হবেন সেখানকার উত্তাপ তো দূরের কথা আওয়াজও শুনা যাবে না। যেমন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন- لايسمعون خسيسها-

অর্থাৎ জাহান্নামীরা জাহান্নামীদের ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পাবে না।

উপরিউক্ত আয়াতে কুরআনের মর্মবাণীর আলোকে প্রমাণিত হয় - সাইয়্যেদুনা সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মুত্তাকী পরহেযগার। কেননা اتقي শর্তহীন ভাবে উল্লেখিত হয়েছে। হযরাতে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলায়হিমুস্ সালাম-এর পর সাইয়্যিদুনা আবূ কবর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর মক্বাম বা মর্যাদা, এটা কুরআনে করীমের দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ'র শ্রেষ্ঠত্ব অকাট্ট ও সুনিশ্চিত। এর অস্বীকারকারী প্রথভ্রষ্ট ও গোমরাহ। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের উপরিউক্ত দরসে কুরআনের উপর আমল করার সৌভাগ্য সকলকে নসীব করুন। আমীন